55 44

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

যশোর বোর্ড ঃ ১৮০ স্কুলের প্রিন্টআউট আসেনি

ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী বাকি পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে আজ সিদ্ধান্ত

যশোর ব্যুরো, ১৮ মার্চ।–ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী ও প্রিন্ট আউট পাঠাতে ব্যর্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের বাকি পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে যশোর শিক্ষাবোর্ড রোববার সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে সময়-ক্ষেপণের মাধ্যমে বহু ভুয়া পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এমনকি যারা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানে জড়িত, তারা চিহ্নিত হলেও এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে অভিযোগে প্রকাশ।

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, হাজার পাঁচেক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীর এসএসসি পরীক্ষার আবেদন বাতিলের পর, আর কারও আবেদন বাতিল হয়নি। যদিও এদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের নিচে নয়। অন্যদিকে শনিবার পর্যন্ত ১শ ৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রিন্ট আউট আসেনি। গত ১৫ মার্চের মধ্যে ওই প্রিন্ট আউট পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল। ওই-সব বিদ্যালয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থীর পাশাপাশি বৈধ পরীক্ষার্থীও আছে। নিয়ম অনুযায়ী সবার পরীক্ষার আবেদন বাতিল হবার কথা। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য রোববার শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা বৈঠকে বসবেন।

ভুয়া পরীক্ষার্থী বাছাই-এ যথাযথ ব্যবস্থা যেমন নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ, তেমনি জড়িত বোর্ড কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটি শোকজ পর্যন্ত করা হয়নি। যশোরের বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়ে চলেছে। একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এ ঘটনার সাথে কয়েক কোটি টাকার লেন-দেন প্রশ্ন জড়িত। যারা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেছেন, তাদের সম্পত্তি খরিদের তথ্য নিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে-যদিও সংশ্লিষ্টরা বার বার এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন।

উল্লেখ্য, যশোর শিক্ষাবোর্ডে এবার অন্তত ৩০ থেকে ৪০ হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অনুমোদন দেয়া হয় শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। ঘটনা নিয়ে তদন্তও হয়েছে। আর শিক্ষাবোর্ড এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করেছে।